Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

২৮ চৈত্র ১৪৩২

DU in Media

11 April 2026

The Daily Observer

Dhaka University VC Prof ABM Obaidul Islam attends an event titled 'Clean Campus, Green Campus 2026' at the Mall Chattar on the campus Friday. PHOTO: OBSERVER

DU VC calls for building clean, green campus

Dhaka University Vice-Chancellor (VC) Prof A.B.M Obaidul Islam on Friday called for building a clean and green campus from the concerned positions.

"Cleanliness is an integral part of faith, and this spirit should guide both personal and institutional practices," he said while speaking as the chief guest at an event titled "Clean Campus, Green Campus-2026."

The programme was held at the university's Mall Chattar area this morning, aiming to build a clean and environment-friendly campus.

Dhaka University Estate Office, Dhaka University Environment Society, Bangladesh Society for Ecological Research (BSER), and Green Future Foundation, Bangladesh jointly organized the event.

Director of the Dhaka University Arbory Culture Center Professor Dr. Mohammad Jasim Uddin chaired the event while Dean of the Faculty of Science Professor Dr. Abdus Salam and Dean of the Faculty of Arts Professor Dr. Md. Abul Kalam Sarker took part as the special guests. Officials, staff, and students from various departments of the university were present.

DU VC emphasized that just as individuals are conscious about maintaining personal hygiene and clean clothing, equal importance must be given to keeping the surrounding environment clean.

He further said, "The behavioral awareness and discipline observed in developed countries are worth emulating. People there do not litter indiscriminately; rather, they wait to dispose of waste in designated places." He stressed the need to cultivate such a mindset locally.

He added that trees help keep the environment cool and pure. The comparatively higher number of trees on the Dhaka University campus contributes to a pleasant atmosphere. He called for collective efforts to preserve and further enhance this environment.

—BSS

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

নয়া দিগন্ত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ক্লিন ক্যাম্পাস, গ্রিন ক্যাম্পাস কর্মসূচিতে ভিসিসহ অন্যরা অংশ নেন

পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ক্যাম্পাস গড়ার আহ্বান ঢাবি ভিসির

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ক্লিন ক্যাম্পাস, গ্রিন ক্যাম্পাস-২০২৬' শীর্ষক এক কর্মসূচি গতকাল মল চত্বরে পালিত হয়েছে।

অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন ভিসি অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো: আবুল কালাম ৪র্থ পৃ: ৪-এর কলামে

পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ক্যাম্পাস

৩য় পৃষ্ঠার পর

সরকার। সভাপতিত্ব করেন আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দফতরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবরি কালচার সেন্টার। আয়োজন করে বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিস, পরিবেশ সংসদ, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইকোলজিক্যাল রিসার্চ এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভিসি অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ- এই চেতনা থেকেই আমাদের ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে পরিচ্ছন্নতার চর্চা করতে হবে। আমরা নিজের শরীর ও পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখতে যতটা সচেতন, তেমনি আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ।

তিনি আরো বলেন, উন্নত দেশগুলোতে মানুষের আচরণগত সচেতনতা এবং নিয়ম মেনে চলার সংস্কৃতি আমাদের জন্য অনুকরণীয়। সেখানে মানুষ যত্রতত্র ময়লা ফেলে না; বরং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য অপেক্ষা করে। এই মানসিকতা আমাদের মধ্যেও গড়ে তুলতে হবে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশ কেবল দৃষ্টিকটু নয়, এটি বিভিন্ন রোগব্যাধিরও কারণ। ধুলাবালি ও দূষণের কারণে শারীরিক নানা সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই সুস্থ জীবন নিশ্চিত করতে পরিচ্ছন্ন পরিবেশ অপরিহার্য। বিজ্ঞপ্তি।

যুগান্তর

'ক্লিন ক্যাম্পাস, গ্রিন ক্যাম্পাস কর্মসূচি'

পরিচ্ছন্ন ক্যাম্পাস গড়ার আহ্বান ঢাবি উপাচার্যের

ঢাবি প্রতিনিধি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে (ঢাবি) পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ক্লিন ক্যাম্পাস, গ্রিন ক্যাম্পাস-২০২৬' শীর্ষক পরিচ্ছন্ন অভিযান ও বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। শুক্রবার বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে এ কর্মসূচি পালিত হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য রাখেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম ও কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাবি আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। এ সময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন। কর্মসূচিটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবরি কালচার সেন্টার। আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদালয়ের এস্টেট অফিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইকোলজিক্যাল রিসার্চ ও গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ—এই চেতনা থেকেই আমাদের ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে পরিচ্ছন্নতার চর্চা করতে হবে। আমরা নিজের শরীর ও পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখতে যতটা সচেতন, তেমনি আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। তিনি আরও বলেন, উন্নত দেশগুলোতে মানুষের আচরণগত সচেতনতা ও নিয়ম মেনে চলার সংস্কৃতি আমাদের জন্য অনুকরণীয়। সেখানে মানুষ যত্রতত্র ময়লা ফেলে না; বরং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য অপেক্ষা করে। এই মানসিকতা আমাদের মধ্যেও গড়ে তুলতে হবে। উপাচার্য বলেন, গাছপালা পরিবেশকে শীতল ও বিশুদ্ধ রাখে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে তুলনামূলকভাবে বেশি গাছপালা থাকায় এখানে একটি স্বস্তিদায়ক পরিবেশ বিরাজ করে। অনুষ্ঠান শেষে উপাচার্য ও অতিথিরা বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি ও পরিচ্ছন্ন অভিযানে অংশগ্রহণ করেন।

ইনকিলাব

পরিচ্ছন্ন ও সবুজ ক্যাম্পাস গড়ার আহ্বান ঢাবি ভিসির

ঢাবি রিপোর্টার : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব ক্যাম্পাস গড়ে তোলার লক্ষ্যে 'ক্লিন ক্যাম্পাস, গ্রীন ক্যাম্পাস' শীর্ষক এক কর্মসূচি পালিত হয়েছে।

গতকাল শুক্রবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে এ কর্মসূচিতে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিসি প্রফেসর ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. আবদুস সালাম এবং কলা অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. আবুল কালাম সরকার। অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক প্রফেসর ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। এসময় বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা উপস্থিত ছিলেন।

কর্মসূচিটির সার্বিক ব্যবস্থাপনায় ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবি কালচার সেন্টার এবং আয়োজন করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এস্টেট অফিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইকোলজিক্যাল রিসার্চ (ইবিউজও) এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ।

প্রধান অতিথির বক্তব্যে ভিসি প্রফেসর ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ। এই চেতনা থেকেই আমাদের ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে পরিচ্ছন্নতার চর্চা করতে হবে। আমরা নিজের শরীর ও পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখতে যতটা সচেতন, তেমনি আমাদের চারপাশের পরিবেশ পরিচ্ছন্ন রাখাও সমান গুরুত্বপূর্ণ। উন্নত দেশগুলোতে মানুষের আচরণগত সচেতনতা এবং নিয়ম মেনে চলার সংস্কৃতি আমাদের জন্য অনুকরণীয়। সেখানে মানুষ যত্রতত্র ময়লা ফেলে না বরং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য অপেক্ষা করে। এই মানসিকতা আমাদের মধ্যেও গড়ে তুলতে হবে।

ভোরের ডাক

ঢাবিতে 'ক্লিন ক্যাম্পাস গ্রীন ক্যাম্পাস' শীর্ষক কর্মসূচি পালন

ঢাবি সংবাদদাতা : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে (ঢাবি) পরিচ্ছন্ন ও পরিবেশবান্ধব হিসেবে গড়ে তোলার লক্ষ্যে ক্যাম্পাসে 'ক্লিন ক্যাম্পাস, গ্রীন ক্যাম্পাস-২০২৬' শীর্ষক কর্মসূচি পালন করা হয়েছে। গতকাল শুক্রবার সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের মল চত্বরে এই কর্মসূচির আয়োজন করা হয়। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে বক্তব্য রাখেন উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম। বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবরি কালচার সেন্টারের সার্বিক ব্যবস্থাপনায় এই কর্মসূচির আয়োজন করে ঢাবির এস্টেট অফিস, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবেশ সংসদ, বাংলাদেশ সোসাইটি ফর ইকোলজিক্যাল রিসার্চ এবং গ্রিন ফিউচার ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ। আরবরি কালচার সেন্টারের পরিচালক অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ৬

ঢাবিতে 'ক্লিন ক্যাম্পাস

প্রথম পৃষ্ঠার পর : উপস্থিত ছিলেন বিজ্ঞান অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. আবদুস সালাম এবং কলা অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মো. আবুল কালাম সরকার। এতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দপ্তরের কর্মকর্তা-কর্মচারী ও শিক্ষার্থীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশ নেন। অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ বি এম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, 'পরিচ্ছন্নতা ঈমানের অঙ্গ, এই চেতনা থেকেই আমাদের ব্যক্তি ও প্রাতিষ্ঠানিক জীবনে পরিচ্ছন্নতার চর্চা করতে হবে। নিজের শরীর ও পোশাক পরিচ্ছন্ন রাখতে আমরা যতটা সচেতন, চারপাশের পরিবেশের ব্যাপারেও আমাদের ঠিক ততটাই যত্নশীল হওয়া প্রয়োজন।' উন্নত দেশগুলোর উদাহরণ টেনে তিনি আরও বলেন, সেখানে মানুষ যত্রতত্র ময়লা ফেলে না; বরং নির্দিষ্ট স্থানে ফেলার জন্য অপেক্ষা করে। নিয়ম মেনে চলার এই সংস্কৃতি ও মানসিকতা আমাদের সমাজেও গড়ে তুলতে হবে। অপরিচ্ছন্ন পরিবেশকে রোগব্যাধির অন্যতম কারণ হিসেবে উল্লেখ করে উপাচার্য বলেন, ধুলাবালি ও দূষণের কারণে নানা শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি হয়। তাই সুস্থ জীবনের জন্য পরিচ্ছন্ন পরিবেশ অপরিহার্য। ঢাবি ক্যাম্পাসের পরিবেশের কথা তুলে ধরে তিনি বলেন, এখানে তুলনামূলক বেশি গাছপালা থাকায় বেশ স্বস্তিদায়ক একটি পরিবেশ বিরাজ করে। এই পরিবেশ রক্ষা ও এর আরও উন্নয়নে সবার সম্মিলিত উদ্যোগ প্রয়োজন। এই কর্মসূচি কেবল এক দিনের আনুষ্ঠানিকতায় সীমাবদ্ধ না রেখে বছরব্যাপী চলমান রাখার আশা প্রকাশ করেন উপাচার্য। একইসঙ্গে ক্যাম্পাসে যত্রতত্র ময়লা-আবর্জনা ফেলা এবং অস্বাস্থ্যকর আচরণ পরিহারের জন্য সংশ্লিষ্ট সবার প্রতি আহ্বান জানান তিনি। আলোচনা পর্ব শেষে উপাচার্য ও আমন্ত্রিত অতিথিরা ক্যাম্পাসে বৃক্ষরোপণ কর্মসূচি এবং পরিচ্ছন্নতা অভিযানে অংশ নেন।

আলোকিত বাংলাদেশ

ঢাবিতে ডালেম চন্দ্র বর্মন ট্রাস্ট ফান্ড গঠনে ১০ লাখ টাকার চেক হস্তান্তর

আলোকিত ডেস্ক : ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে 'স্বর্গীয় অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন ট্রাস্ট ফান্ড' শীর্ষক নতুন একটি ট্রাস্ট ফান্ড গঠন করা হয়েছে। এই ট্রাস্ট ফান্ডের আয় থেকে শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের এমএসএস চূড়ান্ত পরীক্ষায় সর্বোচ্চ সিজিপিএ/নম্বর অর্জনকারী শিক্ষার্থীকে 'স্বর্গীয় অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মন স্মৃতি স্বর্ণপদক' প্রদান করা হবে। স্বামীর স্মৃতি রক্ষার্থে এই ট্রাস্ট ফান্ড গঠনের জন্য শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের প্রতিষ্ঠাতা চেয়ারম্যান প্রয়াত অধ্যাপক ড. ডালেম চন্দ্র বর্মনের স্ত্রী বীণা রানী বর্মন গত বৃহস্পতিবার ১০ লাখ টাকার একটি চেক ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলামের কাছে হস্তান্তর করেন। উপাচার্যের অফিস সংলগ্ন সভাকক্ষে চেক হস্তান্তর অনুষ্ঠানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগের চেয়ারম্যান ড. মুহাম্মদ সাজ্জাদ হোসেন সিদ্দিকী, ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার মুনসী শামস উদ্দিন আহম্মদ এবং প্রয়াত অধ্যাপকের ছেলে অংশুমান বর্মন-সহ দাতা পরিবারের সদস্যরা উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. এবিএম ওবায়দুল ইসলাম বলেন, এই ট্রাস্ট ফান্ড শুধু বৃত্তি প্রদানের একটি উদ্যোগ নয়; এটি বিশ্ববিদ্যালয় ও সমাজের মধ্যে ইতিবাচক সম্পর্ক ও মূল্যবোধ গড়ে তোলার একটি কার্যকর মাধ্যম। সূত্র: সংবাদ বিজ্ঞপ্তি

ইত্তেফাক

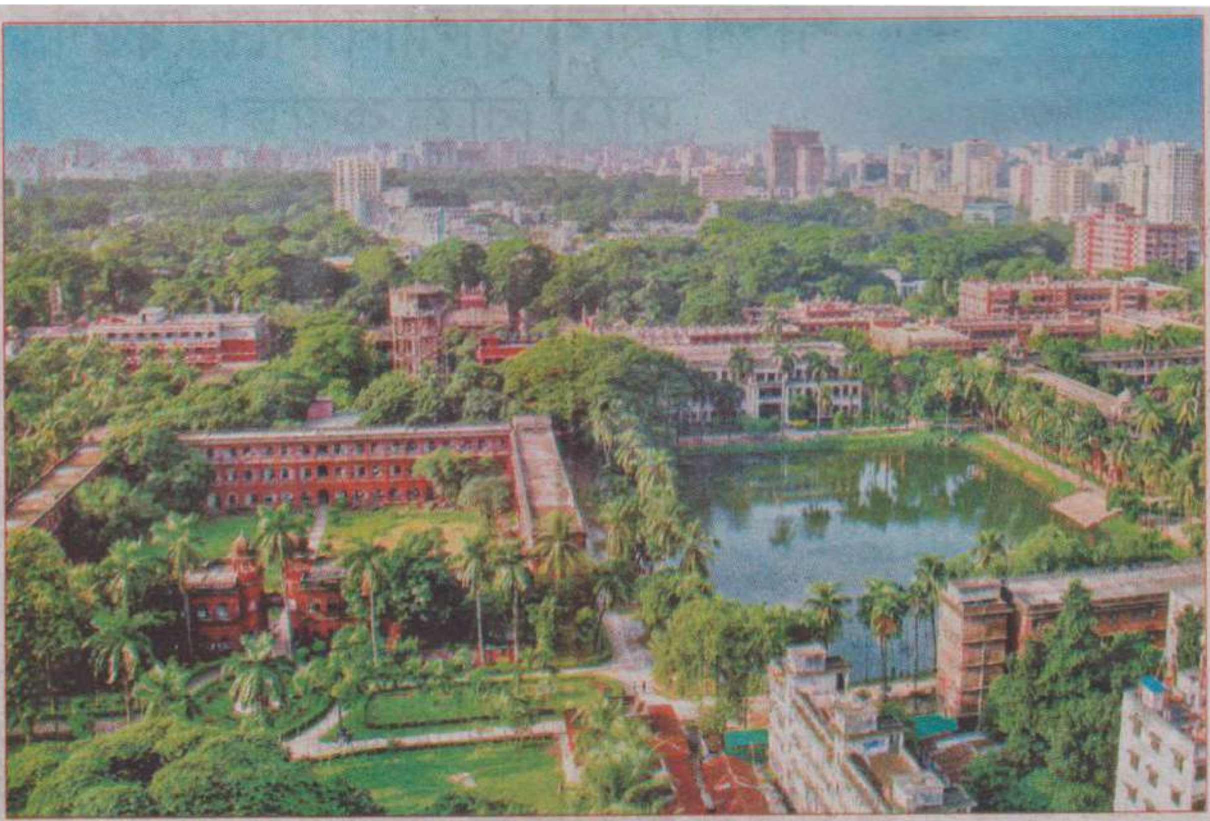

সবুজ ঘেরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস —আব্দুল গনি

শহুরে কোলাহলে সবুজে ঘেরা বর্ণিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস

■ আমিনুল ইসলাম মজুমদার, ঢাবি রিপোর্টার

সবুজের মায়ায় মোড়ানো রাজধানী ঢাকার প্রাণকেন্দ্রে দাঁড়িয়ে আছে উচ্চশিক্ষার বাতিঘর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। নগরজীবনের ব্যস্ততা, যানজট আর কোলাহলের মধ্যেও এখানে লুকিয়ে আছে এক অনন্য প্রশান্তি। প্রাচীন বট, অশ্বত্থ, কৃষ্ণচূড়া, রাধাচূড়া ও নানা প্রজাতির বৃক্ষরাজি যেন সবুজের বিশাল এক চাদর বিছিয়ে রেখেছে পুরো ক্যাম্পাস জুড়ে। পাখির কিচিরমিচিরে মুখর সকাল, প্রাণজুড়ানো দক্ষিণা বাতাস আর প্রকৃতির কোমল স্নিগ্ধতায় মোড়ানো এই প্রাঙ্গণ জ্ঞান ও সৌন্দর্যের এক অপূর্ব মিলনস্থল হয়ে উঠেছে।

বসন্তের শেষভাগের তাপদাহে দেশের মানুষ হাঁসফাঁস করছে, ঠিক তখনই বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাসে ফুটে ওঠা বাহারি ফুলগুলো যেন শিক্ষার্থীদের মন ও মনন শীতল করার এক নীরব আশীর্বাদ হয়ে ধরা দেয়। সবুজ পাতার ফাঁকে ফাঁকে রঙিন ফুলের সমারোহে সেজে ওঠে পুরো ক্যাম্পাস। চেরি ফুলের মতো দেখতে কুরচি ফুল ফুটে আছে থরে থরে। মনে হয়, প্রকৃতির মুখে কেউ রঙিন আবির ছড়িয়ে দিয়েছে নিঃশব্দে। রাধাচূড়া, সোনালু, জারুল, বকুল, কনকচূড়া, বাগানবিলাসী, কাঠগোলাপ, অপরাজিতা, রঙ্গন, সূর্যমুখীসহ এমন অসংখ্য চেনা-অচেনা ফুলের উপস্থিতিতে ক্যাম্পাসে সৃষ্টি হয়েছে এক বৈচিত্র্যময় নান্দনিক পরিবেশ। এই সৌন্দর্য শুধু চোখে দেখার নয়, অনুভব করারও। ফুলের সুবাস আর রঙের মায়া একসঙ্গে মিলে ক্যাম্পাস জুড়ে তৈরি করে এক অন্যরকম আবেশ।

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন এলাকা ঘুরে দেখা যায়, এই সৌন্দর্য উপভোগ করতে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি দূরদূরান্ত থেকেও মানুষ ছুটে আসে। কেউ ছবি তোলে, কেউ স্মৃতির পাতায় ধরে রাখতে চায় এক টুকরো প্রশান্তি। মলচত্বর, ফুলার রোড, কলাভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদ, চারুকলা অনুষদ, বিভিন্ন আবাসিক হল, ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদ, আইন অনুষদ, কার্জন হলসহ ক্যাম্পাসের প্রতিটি সড়কের দুই পাশের গাছপালা নিজ নিজ সৌন্দর্যে সেজে উঠেছে। ডালপালার বিস্তারে তারা যেন নীরবে ছড়িয়ে দিচ্ছে প্রকৃতির মুগ্ধতা। ভিসি চত্বরে দাঁড়িয়ে থাকা প্রায় ১৫০ বছরের পুরোনো কড়ই, (রেইনট্রি) গাছটি যেন সময়ের নীরব সাক্ষী। স্মৃতি চিরন্তনের পাশে তার স্নিগ্ধ ছায়া ক্যাম্পাসের অন্যতম প্রশান্তির আশ্রয়। এই ছায়াতেই সারি বেঁধে দাঁড়িয়ে থাকে লাল বাসগুলো।

কার্জন হল এলাকায় রয়েছে উদ্ভিদবিজ্ঞান উদ্যান ও ভেষজ উদ্যান, যা বিশ্ববিদ্যালয়ের উদ্ভিদবিজ্ঞান বিভাগের অধীনে পরিচালিত। ভেষজ উদ্যানে দেশি-বিদেশি নানা ভেষজ উদ্ভিদের সমাহার দেখা যায়। অন্যদিকে, উদ্ভিদবিজ্ঞান উদ্যানেও রয়েছে সমৃদ্ধ গাছপালার সংগ্রহ, যা গবেষণা ও শিক্ষার জন্য গুরুত্বপূর্ণ সম্পদ হিসেবে বিবেচিত।

বিশ্ববিদ্যালয়ের আরবরি কালচার সেন্টারের তথ্যমতে, এই ক্যাম্পাসে রয়েছে বিপুল বৈচিত্র্যের বৃক্ষ ও ফুলগাছ। শিমুল, ধুজা, ঝাউ, নাগচম্পা, বিভিন্ন প্রজাতির পাম (রয়্যাল পাম, এরেকা পাম, র‌্যাপিস পাম), বোতলব্রাশ, কামিনী, কাঞ্চন, সুষমা, পাইনাস, ক্যাকটাস, নাগলিঙ্গম, ক্যানন শেল ট্রি, প্লামবাগো, গ্লিরিসিডিয়া, ম্যাগনোলিয়া, হিজল, হিমচাঁপা, স্বর্ণচাঁপা, কনকচাঁপা, সিলভার ওক, কোলিয়াস, হলুদ ঘণ্টা, রক্তকরবী, জ্যাকারেন্ডা, অরোকেরিয়া, অশোক, নীলমণি লতা, মাধবীলতা, জুঁই, মধুমঞ্জুরি, মর্নিং গ্লোরি, ডারননিয়া, ব্লিডিং হার্ট, রক্তরাগ, মহুয়া, ইউফোরবিয়াসহ অসংখ্য উদ্ভিদ এই ক্যাম্পাসকে করে তুলেছে জীববৈচিত্র্যের এক সমৃদ্ধ ভান্ডার।

বর্তমানে বাংলাদেশসহ বিশ্ব জুড়ে অপরিকল্পিত বৃক্ষনিধনের কারণে সবুজের অস্তিত্ব হুমকির মুখে। এমন বাস্তবতায় দাঁড়িয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় তার সবুজ ঐতিহ্যের বড় একটি অংশ এখনো ধরে রাখতে পেরেছে। ইতিহাসের প্রতিটি ক্রান্তিকালে যেমন এই বিশ্ববিদ্যালয় পথপ্রদর্শক হয়ে উঠেছে, তেমনি পরিবেশ সংরক্ষণ ও সবুজায়নের ক্ষেত্রেও এটি হতে পারে অনুকরণীয় এক দৃষ্টান্ত।

Public Relations Office
University of Dhaka
Dhaka-1000, Bangladesh
Phone: 55167719
E-mail: publicrelations@du.ac.bd

জনসংযোগ অফিস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
ঢাকা- ১০০০, বাংলাদেশ
ফোন : ৫৫১৬৭৭১৯

DU in Media

২৮ চৈত্র ১৪৩২ — 11 April 2026

আলোকিত বাংলাদেশ

বাংলা নববর্ষ উদযাপন উপলক্ষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে চলছে শেষ মুহূর্তের প্রস্তুতি। ছবিটি গতকাল বিকেলে তোলা ● **আলোকিত বাংলাদেশ**

যুগান্তর

পহেলা বৈশাখের র‍্যালি উপলক্ষ্যে শুক্রবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলায় হাতির প্রতিকৃতি তৈরিতে ব্যস্ত শিক্ষার্থীরা
যুগান্তর